ওম্

বেদে মাংস ভক্ষণের বিধান নাই

(সন ১৩৮৫ সালের ২৪শে আশ্বিন দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত—ডাঃ অতুল সুর লিখিত—
"বেদবাক্য—আর্য্যরা গরু খেতেন"
প্রবন্ধের প্রতিবাদ)

দণ্ডী বিরজানন্দ

লেখক—

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত বিশারদ (তুলসীবেড়িয়া, হাওড়া)

সম্পাদক—

পণ্ডিত মধুসূদন সিদ্ধান্ত বিশারদ

প্রকাশক—

শ্রীআনন্দ কুমার আর্য্য (মন্ত্রী)

বঙ্গীয় আর্য্য প্রতিনিধি সভা

৪২, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ ফোন-৩২-৪৫৮৩

(সন ১৪০০ সাল, বঙ্গ আর্য্য মহা সম্মেলনের শুভ লগ্নে প্রকাশিত)

মূল্য—১ টাকা

কোন সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে সেই সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান অনুসারে করিতে হয়। সংস্কৃত সাহিত্য দুই প্রকারের আছে—বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্য। লৌকিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা মুগ্ধবোধ ও সংক্ষিপ্তসার আদি ব্যাকরণের এবং অমরকোষ অভিধান অনুসারে করিতে হয়. বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা বৈদিক ব্যাকরণ-"পানিনি" এবং শব্দ কোষ নিঘণ্টু ও নিরুক্ত অনুসারে না করিলে অনর্থের সৃষ্টি হয়। বেদে কোন রুড়ি শব্দ নাই, সকল শব্দই যৌগিক বা যোগারুড়। অনর্থের কিছু নমুনা প্রদর্শিত হইল।

"প্রেতা জয়ত নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু উগ্রাবঃ সন্ত বাহব হনাবৃষ্যা যথ হ সয়াথ যঃ বেদ"—এই মন্ত্রের দেবতা (বিষয় বস্তু Subject matter) হইতেছে যোদ্ধাগন। যোদ্ধাদের স্তুতি করা হইয়াছে—হে যোদ্ধাগণ তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও, তাহাদের উপর বিজয়লাভ কর। প্র-ইত ধাতু গমণ অর্থে প্রেতা হইয়াছে। লৌকিক ব্যাকরণমতে মৃত মনুষ্যকে আহ্বান করা হইয়াছে বিষ্ণুরূপী প্রেত রাজের ও অর্থ করা হইয়াছে।

"স্বধিতে মৈনং হিংসী"—লৌকিক ব্যাকরণ মতে অর্থ হইল তরবারিকে শানিত করিয়া পশুর উদরচ্ছেদ করিবে। মন্ত্রের অর্থ হইল হে পরশু পশুকে হত্যা করিও না। এই মন্ত্রের দেবতা হইল বিদ্বানগণ। অর্থ হইল হে প্রশস্ত অধ্যাপক তুমি কুমারী শিষ্যাকে অনুচিৎ তাড়না করিও না।

"নমঃ শ্বভ্যঃ"—লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে ভাষ্য হইল হে কুকুর রূপী রুদ্র. তোমাকে নমস্কার। বৈদিক শব্দকোষ অনুসারে

"নম" অন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। সুতরাং এই মন্ত্রের অর্থ হইল "কুকুরকে অন্ন দাও।"

বৈদিক কোষ ও ব্যাকরণ অনুসারে ঋগ্বেদের ১০ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মণ্ডলের মন্ত্রগুলির অর্থ এরূপ হইবে-ঋগ্বেদের ১০ম ৮৬ সু ৩০৭ মন্ত্র ১৫

বৃষভো ন তিগ্ম শৃঙ্গো Sন্ত যু্থেষু রোরুবৎ

মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ।।

পদার্থ :—(ন) যে প্রকার (তীক্ষ্ম শৃঙ্গ.) প্রখর শিং বিশিষ্ট বৃষভঃ) বলদ (যুথেষু) দলে (অন্তরঃ) মধ্যে (রোরুবৎ) শব্দ করে ঐ প্রকার এই জীব শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রেরণা দান করে। হে (ইন্দ্র) পরমেশ্বর (ভাবয়ু) বিভিন্নগুণ সমুহের মনন-দ্বারা উপাসকগণ (যম) যাকে (তে) তোমাকে পাইবার জন্য (সুনোতি যে জ্ঞান উৎপন্ন করে (তে তোমার প্রাপ্তি তে (মন্থঃ) ঐ জ্ঞান (হৃদে) উপাসকের হৃদয়ে (শম্) কল্যাণকারী হয় (ইন্দ্র) পরমেশ্বর (বিশ্বস্মৎ) সকল পদার্থের জীবজগৎ ও প্রকৃতি পরমাণুর কার্য্য কারণের মধ্যে (উত্তর) সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠ।

ভাবার্থ :—যে প্রকারে বলদ দলের মধ্যে শব্দ করে ঐরূপ এই জীব শরীরে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রেরণা দান করে। গুণ-সমুহের মনন দ্বারা উপাসক গণের হৃদয়ে তোমার প্রাপ্তিতে কল্যাণ কারী জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠ।

এই মন্ত্রে ১৫ বা ২০ অঙ্ক বোধক কোন পদ নাই। প্রার্থনা উপাসনা আদিভাব যুক্ত ইন্দ্র শব্দ ঈশ্বর বোধক, অন্যত্র রাজা তেজস্বী পুরুষ ও নেতা আদি বুঝায়।

১০ম।৮৯।১৪মন্ত্র-"কর্হি স্বত্সা ইন্দ্র চেত্যাসদঘস্য যদ্ভিনদো রক্ষ এষৎ
মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে।"
পদার্থঃ—হে (ইন্দ্র) তেজস্বী পুরুষ (তে) তোমার (অঘস) পাপ নাসকারী (চত্যা) শক্তি (কর্হিস্বিৎ) কখন (অসৎ) প্রকট হইবে (যৎ) যাহা হইতে তুমি (রক্ষ) রাক্ষস দিগকে (ভিনদঃ) ভেদ করিয়া (মিত্রক্রুবঃ) মিত্রের উপর ক্রুরতাকারীদের (এষৎ = আঈষৎ ভীত করিয়া (যৎ) যাহা হইতে (শসনে) শ্মশানে, ভাগাড়ে (গবঃ) পশুকে (ন সমান (আপৃক) মারিয়া (অমুয়া) এই (পৃথিব্যা) পৃথিবীর উপর (শয়ন্তে) পড়ে।
ভাবার্থ—হে তেজস্বী পুরুষ! তোমার পাপ নাশক শক্তি কখন প্রকট হইবে? যাহার দ্বারা তুমি রক্ষস দিগের নাশ কর এবং মিত্র দিগের দ্রোহ ও ক্রুরতাকারী গণকে ভীতকর এবং তাহাদের শরীর ভাগাড়ে ফেল যেমন মৃত পশুকে ভাগাড়ে ফেলে।
ঋগ্বেদ ৬ মণ্ডল। ১০।১১ মন্ত্র—
'বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাং তুভ্যম্।
পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্ বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ।"
পদার্থ—হে (ইন্দ্র সূর্য্যের সমান বর্ত্তমান রাজা (সজোষাঃ) তুল্য প্রীতির সহিত সেবনকারী অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের প্রতি সমদর্শিতা (বিশ্বে) সম্পূর্ণ (মরুতঃ) মনুষ্য (যম্) যিনি আপনাকে (বর্দ্ধান) বৃদ্ধি করে আর যে (পুষা) পুষ্টিকারী (ধাবন) ধাবিত হইয়া (বিষ্ণু) ব্যাপক বিজলী যে রূপ (ত্রীনি সরাংসি) দ্যুলোক আন্তরিক ও পৃথিবী এই তিন লোকে প্রবাহিত অবস্থায় ব্যাপ্ত আছে (অস্মৈ) ইহার জন্য (মদিবমং)

আন্দনকারী (অংশুম) বিভক্ত (বৃত্রহনমং) সূর্য্য যে রূপ মেঘকে নাশ করে ঐরূপ শত্রুকে নাশকারী, আর যে (তুভ্যম্) আপনার জন্য (শতম্) বহু (মহিষান্) উত্তম পদার্থের দান দ্বারা এবং পরোপকারের জন্য (পচৎ) পাক করে তাহাকে আপনারা জানুন।

ভাবার্থ—যে রূপ প্রজাপালক রাজা রাজ্য বিস্তার করে সেইরূপ প্রজাদিগকে নিরন্তর বৃদ্ধি করুক।

১ম মণ্ডল ১৬২।১১ মন্ত্র—

"যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শুলং নিধিতস্যাবধাবতি।
মা তদ্ ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু॥"

পদার্থ—হে বীর (নিধিতস্য) নি পূর্বক হন্ ধাতুর অর্থ প্রহার করা—অস্ত্র প্রয়োগ করিতে থাকাকালে (ত) তোমার (অগ্নিনা) ক্রোধাগ্নি হইতে (গাত্রাৎ) হস্তদ্বারা (পচ্যমানাৎ) অগ্নি সংযোগ তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট (যৎ) যে অস্ত্র (অভিশূলং) নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে (অবধাবতি) ধাবিত হয় (মা) না (তদ্-ভূম্যানাশ্রিষৎ) তৃণ আচ্ছাদিত ভূমির উপর পড়িয়া নিষ্ফল না হয় (উশদভ্যঃ) আমাদিগের সম্পত্তি আদি আক্রমনকারী (দেবেভ্যঃ) দিব্যগুণশালী শত্রুর উপর (রাতম) অস্ত্র (অস্তু) হোক।

ভাবার্থ—যুদ্ধকুশল যোদ্ধার বর্ণনা করা হইয়াছে। সুস্থিরতা পূর্বক শত্রুর উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে।

১ম মণ্ডল ১৫২ সূ মন্ত্র ১২—

"যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্কং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগুর্ত্তির্ন ইন্বতু॥"

পদার্থ—(যে) যে মনুষ্য (বাজিনঃ) বহু অন্নাদি পদার্থ ভোজনের (পক্কঃ) পাক করা (পরিপশ্যন্তি) চারিদিক হইতে দেখে (যে) যে (ইম্) জল পাক করে (আহু) কহে (তেষাম) উহাদের (অভিগুর্ত্তিঃ) উদ্যম (সুরভিঃ) সুগন্ধ (নঃ) আমাদিগকে (ইন্বতু) প্রাপ্ত হয়। (যে চ) আর যে (অর্বতঃ) প্রাপ্ত (মাংসভিকাম) মাংস পাইবার জন্য (উতো) তর্ক বিতর্ক (উপাসতে) করে, হে বিদ্বান তুমি (ইতি) এই প্রকার মাংসাদি ভক্ষণ ত্যাগ দ্বারা উদ্যমকে (নির্হর) নিরন্তর দৃঢ় কর।

ভাবার্থ—যে সকল মনুষ্য অন্ন জল শোধন ও পাক করিতে জানে এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করে, তাহারা উদ্যম শীল হয়।

মন্ত্র ১৩।

"যন্নীক্ষণং মাম্পচন্যাউখায়া যা পাত্রানি যুষ্ণ আসেচনানি।
উষ্মন্যাপিধানা চরূণা মঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্।"

পদার্থ—(যৎ) যে মনুষ্য (মাংম্পচন্য) মাংসাদি পাকের (উখায়া) পাকথালি কড়া আদি ত্যাগ করিয়া (নিক্ষনং) নিরন্তর দেখে (যা) যে (যুষ্ণ) রস বা জল (আসেচনানি) ঠিক মত ঢালে (পাত্রানি) পাত্রে কড়া আদিতে (উষ্মন্যা) গরম রাখিতে (অপিধানা) ঢাকনা আদি দেয় এবং (চরূণা) অন্নাদি পাক কুশলী অঙ্কাঃ) উত্তমরূপে উপাদায়ে করিতে জানে (অশ্বম) ঘোড়াকে শিক্ষা দেয় এবং (পরিভূসন্তি) জীন আদি দ্বারা সুশোভিত করে সে (সূনাঃ) সুখে গমনাগমন করে।

ভাবার্থ—

যে মনুষ্য মাংসাদি পাকদোষ রহিত পাকথালিতে অন্নপাক করে এবং অন্নে ঠিকমত জল দেয়এবং উষ্ম রাখে সে হয় উত্তম পাচক। ঐ রূপ যে ঘোড়াকে সুশিক্ষা দেয় এবং জীনাদী (সজ্জায়) দ্বারা সজ্জিত করে সে সুখে গমনাগমন করে।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৮। ১০১। ১৫। মন্ত্র—

"প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়মা গামনা গামদিতিং বধিষ্ট"

পদার্থ—(চিকিতুষে জনায় প্রবোচম্) জ্ঞানবানাধ পুরুষের নিকট আমি বলিতেছি যে, (অনাগাম) নিরপরাধ (অদিতিম)

পৃথিবী সদৃশ অহিংস (গাম) গরুকে (মা বধিষ্ঠ) হনন করিও না।

অনুবাদ—(পরমেশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে) আমি জ্ঞানবান পুরুষের নিকট বলিতেছি যে, নিরপরাধ পৃথিবী সদৃশ অহিংস গো জাতিকে হত্যা করিও না।

অথর্ববেদ—১। ১১৬। ৪ মন্ত্র—

"যদিনোগাংহিংসী যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।

তংত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নো হসো অবীরহা।"

পদার্থ—(যদি নং গাং হিংসী) যদি আমাদের গরুকে হিংসা করে (যদি অশ্বম্) যদি অশ্বকে (যদি পুরুষম্) যদি মনুষ্যকে হিংসা করে (তত্বা) তবে তোমাকে (সীসেন) সীসক দ্বারা (বিধ্যামঃ) বিদ্ধ করিব (যথা) যাহাতে (নঃ) আমাদের মধ্যে (অ-বীরহা আস) বীরেদের বিনাশক কেহ না থাকে।

অনুবাদ- যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের সমাজের মধ্যে বীরেদের বিনাশকারী কেহই যেন না থাকে।

যেখানে গোহত্যা নিষেধ করা হয়েছে এবং অশ্ব ও গোহত্যাকারীকে গুলিবিদ্ধ করার উপদেশ আছে সেখানে গোমাংস ভক্ষণের বিধান থাকিতে পারে না। বেদ মন্ত্রের অপব্যাখ্যায় গো মহিষ ও অশ্বের মাংস ভক্ষণের বিধান দেখান হইয়াছে। বেদে গোমাংস আদি ভক্ষণের বিধান থাকিলে সকল ভারতবাসীগণ গোমাংস আদি খাইত। মনুর সময় হইতে গোমাংস খাওয়া বন্ধ হইত না কারণ মনুর বিধান অপেক্ষা বেদের বিধান মান্য করা হয়।

গোঘ্ন''—গোঘ্ন শব্দের দ্বারা অতিথিকে বুঝায় বলা হইয়াছে কারন গৃহে অতিথি আসিলে গোমাংস খাওয়ানা হইত৹ এই উক্তি সত্য নয়। গৃহে অতিথি আসিলে আজকাল যেমন "চা'' দ্বারা আপ্যাইত করা হয়. সেইরূপ বৈদিক এমন কি পৌরাণিক যুগেও অতিথিকে দধি৹ ছানা আদি দ্বারা সৎকার করা হইত। সেজন্য "গোঘ্ন" বলা হইত। "অঘ্ন'' শব্দ সর্বত্র হত্যা অর্থে প্রয়োগ হয় না রক্ষা করা অর্থেও প্রয়োগ হয়। 'হস্তঘ্ন' শব্দ দ্বারা যে দ্রব্য হস্তকে ধনুর ছিলা হইতে রক্ষা করে সেই দ্রব্যের নাম হস্তঘ্ন। অতি পুরাকালে যুদ্ধের সময় যোদ্ধাগন হস্তঘ্ন ব্যবহার করিতেন।

ইহুদি ও যবনগণ মান্য করিতেন যে, আদিকালে বা স্বুবর্ণ যুগে মনুষ্য নিরামিষ ভোজী ছিল। মনুষ্য তার আদিম অবস্থায় নির্দ্দোষী ছিল। সকল পশুর সহিত শান্তি পূর্ণভাবে বসবাস করিত এবং ভূমির স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদিত ফল ভক্ষণ করিত। এ বিষয়ে-- "The religion of the Semites," p601 বলা হইয়াছে— "The man is his primitive state of inosence lived at péace with all animals eating the spontaneous fruits of the earth" বায়ু পুরানে ৮। ৪ উক্ত আছে; "পৃথ্বীর-সোস্তনং নাম আহারাং হ্যাহরন্তি বৈ।" মহাভারতে দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—বৃষামাংসাং নাশ্নীয়াৎ" গোমাংস ভক্ষণ করিও না। যখন শিষ্টাচার বিহীন হইয়া মনুষ্য মাংস খাইতে আরাম্ভ করিল তখনও এই সংসারে অনেক জাতি গোমাংস খাওয়া আচার বিরুদ্ধ মনে করিত। হেরোডোটস্ বলেন মিশর হইতে ট্রাইটোনিয়া পর্য্যন্ত সকল জাতি গোমাংস খাইত না, সীরিন দেশের স্ত্রীলোকগন গোমাংস খাওয়া অধর্ম

মনে করিত। "Thus from Egypt as far lake Tritonis ... cow's flesh however noe of the tribes ever taste, but abstain from it for the same reason as the Egyptians, neither do they any of them breed swine. Even at cyrine, the women think it wrong to eat the flesh of cow..." হেরোডোটস. ভাগ ১, পৃঃ ৩৬১, গ্রন্থ ৪র্থ, অধ্যায় ১৮৬। মনুষ্যগণ অসভ্য হইতে থাকায় এই শ্রেষ্ঠ গুন পরিত্যাগ করিতে থাকে। হিজরী ৩৩০ বিঃ সংবৎ ১০০৯তে আল মাসুদী লিখিয়াছেন যীশুখৃষ্টের শিষ্যগণ ও ভিক্ষুগণ নিরামিষ ভোজী ছিলেন। কেবল মিশর দেশের শিষ্যগণ মাংস খাইতেন. যীশুশিষ্য মার্ক মাংস খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।"...of all the christian monks, those of Egypt are the only ones who eat meat because Mark permitted them to do so, ইণ্ডিয়া এ্যান্টিকোরি ভাগ ১৮। মেজর কিসিগোরের মূল আরবি গ্রন্থ হইতে ইংরাজী অনুবাদ। আরবী গ্রন্থ কিতাব আ-মরূজ উল জহর যুবারিন আল-জোহর।

যখন ভারতের কিছুটা পতন ঘটিল, অহিংস যজ্ঞে পশু বলি আরাম্ভ হইল। তখন অন্যান্য দেশবাসীগণ ইহার অনুসরণ করিল। হেরোডোটস বলেন মিশর দেশের পুরোহিত গণের সিদ্ধান্ত ছিল যে যজ্ঞ ব্যতীত কোন পশুকে হত্যা করা বিধিযুক্ত নয়।

The Egyptian priests made it apoint of religion not to kill any live animals except those which they offer in Sacrifice. (ভাগ ১ পৃঃ ১৭৩)